যায়যায়দিন

তারিখ 7 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৩

যায়যায়দিন ৭ আগস্ট ২০০৮ বৃহস্পতিবার

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এ বছরই পরীক্ষা তুলে দেয়া যাবে না : ইউজিসি চেয়ারম্যান

স্বাধীয়া খান

চলতি বছর দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়া সম্ভব হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম।

গতকাল যায়যায়দিনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এ বছর জিপিএ-র ভিত্তিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো সম্ভব হবে না। কারণ জিপিএ-র ক্ষেত্রে নম্বরপত্রে কোনো নম্বর উল্লেখ করা থাকে না। তিনি বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষার বিকল্প নেই।

নজরুল ইসলাম বলেন, পৃথিবীর অনেক দেশে নম্বরপত্রের ভিত্তিতে বা কমন একটি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়, কিন্তু আমাদের দেশে চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই ভর্তি পরীক্ষা তুলে দিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো সম্ভব নয়। তবে আগামীতে এ ব্যাপারে বাস্তবসম্মত ও টেকসই একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

আগামী ১০ সেপ্টেম্বর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য এখন থেকেই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের দ্বারস্থ হয়েছে। অনেক কোচিং সেন্টারের সঙ্গে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির যোগসূত্রতার প্রমাণও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। কোচিং ব্যবসার দৌরাত্ম্য কমাতে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় সুযোগ দেয়া যায় কি না এবং ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা যায় কি না এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত চাওয়া হয় ইউজিসির কাছে। সম্প্রতি ইউজিসি এ সংক্রান্ত একটি মতামতও পাঠিয়েছে সরকার বরাবর। সেখানে ভর্তি পরীক্ষা তুলে না দেয়ার পক্ষে মত প্রদান করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে নজরুল ইসলাম বলেন, জিপিএ-র ভিত্তিতে ভর্তি করা হলে ভর্তি পরীক্ষার ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হলেও এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে বেশ কিছু বাস্তব সমস্যা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন, যদি ভর্তি পরীক্ষা তুলে দেয়া হয় তাহলে একই গ্রেডপ্রাপ্তদের ভর্তি করাতে ঝামেলায় পড়তে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে একই গ্রেডপ্রাপ্তদের মধ্যে বয়সের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ করা হলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এটি গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। বোর্ড থেকে নম্বর সংগ্রহ করে মেধাক্রম যাচাইয়ের একটি উপায় হতে পারে বলে মন্তব্য করেন ইউজিসি চেয়ারম্যান। তবে এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত নম্বর নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে বলে আশঙ্কা করেন তিনি। নজরুল ইসলাম বলেন, প্রাপ্ত নম্বরই মেধা যাচাইয়ের একমাত্র ভিত্তি হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে কোনো মূল্যে বেশি নম্বর পাওয়ার প্রবণতা চলে আসবে। সে ক্ষেত্রে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা চলে এসেছে তা আবার বিঘ্নিত হতে পারে। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষাই উত্তম। তবে এ ভর্তি পরীক্ষা নিরপেক্ষ ও অবিতর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে তিনি ভর্তি প্রক্রিয়ার কিছু গুণগত পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তিনি রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষদভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কথা বলেন। বর্তমানে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা হয়, যা সময়সাপেক্ষ।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং অন্যান্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ডুয়েট ছাড়া) সমন্বিতভাবে বুয়েটের পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটি মাত্র ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও একই নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।

একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ফি একেক রকম। নজরুল ইসলাম বলেন, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফরমের মূল্য এক রাখা উচিত। বর্তমানে এ ফিয়ের ক্ষেত্রে ব্যবধান রয়েছে- এ কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফি বিভিন্ন হারে গ্রহণ করা হচ্ছে, যা বাস্তবসম্মত নয় এবং নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও একই পরিমাণ ফি নির্ধারণ করার সুপারিশ করেন।

নজরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের কাছে জানতে চেয়েছিল, এ বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষা তুলে দেয়া যায় কি না। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়েছি। আমাদের পর্যালোচনায় মনে হয়েছে, এ বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষা তুলে দেয়া সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে ভবিষ্যতে একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি প্রণয়ন করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন ইউজিসি চেয়ারম্যান। তবে ইউজিসি মতামত পাঠালেও এ বিষয়ে তাদের মতামত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সরকার।